ভালো কাজ,
ধারাবাহিকতা এবং এগিয়ে চলা

পেশাগত দক্ষতার উন্নয়নে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব একটি সফল উদ্যোগ

Canada

International Labour Organization

বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নত হবার সাথে সাথে বিভিন্ন রকম শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পদ পূরণের জন্যে দক্ষ কর্মীর প্রয়োজনও বেড়েছে। তবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি তার শিক্ষার্থীদের আধুনিক কোর্স, যে কোর্স কিনা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল প্রয়োজন পূরণ করতে পারা উচিত, সেটা প্রদানের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এছাড়াও ভোকেশনাল শিক্ষার্থীদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিতে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা অর্জনের অভাব রয়েছে। এটা থাকলে তারা শিক্ষাজীবন শেষ করেই চাকরি পেয়ে যেতে পারত।

বাংলাদেশে ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট পলিসি ২০১১ (এনএসডিপি) অনুসারে বেসরকারি খাতের শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও সরকারিভাবে পরিচালিত ইনস্টিটিউটগুলোর মধ্যে সম্পর্কের প্রসারের মাধ্যমে ভোকেশনাল প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের ফলপ্রসূ উপায় হিসেবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) একটি স্বীকৃত বিষয়।

এনএসডিপি ৮ নং ধারা নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছে যে, 'শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাথে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে উন্নত অংশীদারত্ব বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের মান বৃদ্ধি করবে।'

কানাডা সরকারের অর্থায়নে আইএলও-এর বাংলাদেশ স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকটিভিটি (B-SEP) প্রকল্প সরকারি বেসরকারি অংশীদারত্ব তৈরির জন্যে অনেকগুলো কারিগরি ইনস্টিটিউট ও ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলের সাথে কাজ করেছে। এর ফলে কারিগরি ইনস্টিটিউট ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান দুইই লাভবান হয়েছে। এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, কীভাবে এই পদক্ষেপ আরও বেশি জায়গায় কাজে লাগানো যায় এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে আরও কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, সেসব বলা হয়েছে এই প্রকাশনায়।

এ পর্যন্ত যা করা হয়েছে

আইএলও এর B-SEP প্রকল্প কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের (DTE) অধীনে সরকারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মধ্যে পাঁচটি অংশীদারত্বের সূচনা করেছে ও পিপিপি-এর বিভিন্ন নমুনা এবং বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা উন্নয়ন নিয়ে প্রচারণা চালানোর জন্যে বেসরকারি বিনিয়োগের পথ উন্মুক্ত করার নানান উপায় পরীক্ষা ও উপস্থাপন করার জন্যে কিছু বেসরকারি শিল্পদ্যোগ বাছাই করেছে।

কারিগরি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা অর্জন অনেক বড় ভূমিকা রাখে। পিপিপিসমূহ শিক্ষার্থীদের জন্যে শিল্পোদ্যোগসমূহে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং ডিগ্রি অর্জনের পরপরই পূর্ণ-মেয়াদি চাকরিতে যোগদানের পথ খুলে দেয়। কারিগরি ইনস্টিটিউটও লাভবান হয়, কারণ তারা শিক্ষাদানের জন্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সুবিধাগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আবার শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছাত্রদেরকে কিছু কাঁচামাল দিতে পারে, যার সাহায্যে তারা নিজেদের দক্ষতা ঝালাই করে নিতে পারে। এর অর্থ এটাও হয় যে বেসরকারি শিল্প-প্রতিষ্ঠান সরকারি কারিগরি ইনস্টিটিউটের সাথে সম্পদ ভাগাভাগি করছে যাতে ফলাফল হিসেবে ব্যবহারযোগ্য প্রশিক্ষণ পাওয়া যায়। এই কাজে সরকারি ও বেসরকারি দুই খাতই লাভবান হয়। কারিগরি ইনস্টিটিউটের সাথে প্রশিক্ষণ শেয়ার করে শিল্প-প্রতিষ্ঠানও লাভবান হয়। কাজের জন্যে প্রস্তুত চাকরি প্রার্থীসহ পাওয়া ছাড়াও তারা তাদের অপ্রশিক্ষিত কর্মীদেরকে কারিগরি ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষক দ্বারাই শিখিয়ে নিতে পারছেন।

B-SEP-প্রকল্পের মাধ্যমে প্রবর্তিত গ্রাফিক্স আর্ট ইনস্টিটিউটের পিপিপি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর DTE-এর অধীনস্থ ইনস্টিটিউট সমূহকে পিপিপিতে যোগদানসহ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউটের মধ্যে সম্পর্ক তৈরিতে উৎসাহিত করার জন্যে একটি নীতিমালা প্রস্তুত করেছে।

কারিগরি ইনস্টিটিউট সমূহ ও বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে (B-SEP) প্রকল্পের সাহায্যে পাঁচটি পরীক্ষামূলক পিপিপি পরিচালিত হয়েছে

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বেসরকারি কোম্পানি
গ্রাফিক্স আর্ট ইনস্টিটিউট **(GAI)**	শামুতশুক প্রিন্টার্স লিমিটেড **(SPL)**
বরিশাল টেকনিকেল স্কুল ও কলেজ	ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিকেলস্ মাহিন ফার্নিচার
নারায়ণগঞ্জ টেকনিকেল স্কুল ও কলেজ	মেসার্স জননী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
পঞ্চগড় টেকনিকেল স্কুল ও কলেজ	জেম জুট লিমিটেড **(GJL)**
রংপুর টেকনিকেল স্কুল ও কলেজ	উড পয়েন্ট ফার্নিচার

কারিগরি ইনস্টিটিউট থেকে সহায়তা

অবকাঠামো: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনার জন্যে ইনস্টিটিউট সুসজ্জিত/কর্মশালার স্থান সরবরাহ করেছে।

প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা: এই কাজে ইনস্টিটিউটের অন্তত ২ জন শিক্ষক জড়িত ছিলেন। পরীক্ষাগার সহকারী ছাড়াও ব্যবহারিক ক্লাস করানোর জন্যে একজন মেশিন অপারেটর ও একজন সহকারী নিয়োজিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ সুযোগসুবিধা: শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কিছু বিশেষজ্ঞ/কর্মীকে তাদের জ্ঞানে নতুনত্ব আনতে হয়। নিজেদের দক্ষতা উন্নয়ন করতে তাদের আরও বেশি তাত্ত্বিক ও মৌলিক জ্ঞান প্রয়োজন হয়। ইনস্টিটিউট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ/কর্মীদের এগুলো প্রদান করে।

প্রয়োজনীয় কলকব্জা যন্ত্রপাতি।

আনুষঙ্গিক ও জন-উপযোগমূলক সেবা যেমন বিদ্যুৎ (অর্থাৎ, প্রচলিত বিদ্যুৎ সরবরাহ), স্টেশনারি জিনিসপত্র (প্যাড, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি)।

অংশীদারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা

শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ: শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়, যা আধুনিক কারিগরি জ্ঞান অর্জনে সহায়ক।

শিক্ষার্থীদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুবিধা: এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদেরকে জড়িত হবার ব্যাপারে সহায়তা করেছে।

শিক্ষা সফর: বিভিন্ন সেমিস্টারের কারিগরি শিক্ষার্থীরা প্রয়োজন মোতাবেক নিজেদের ব্যবহারিক জ্ঞান বাড়ানোর জন্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান ভ্রমণ।

কাজের সুযোগ: অংশীদার লোক নেবার সময় প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীদেরকে কাজের সুযোগ দেয়া।

কাঁচামাল: কোর্সগুলো চালিয়ে নেওয়ার জন্যে যত রকম কাঁচামাল প্রয়োজন সেগুলো অংশীদার প্রদান করে।

এই পদ্ধতির পুনঃপ্রয়োগ কীভাবে করা যায়

বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ আয়োজন ও প্রশিক্ষণ শেষে সফলভাবে চাকরির ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহায়তার দিক থেকে পিপিপি পদ্ধতির সফলতা দেখে গেছে। ইনস্টিটিউট ও কোম্পানির মধ্যে সদিচ্ছা থাকলে অংশীদারত্বের সম্ভাবনা ও দুই পক্ষের লাভ চিহ্নিত করে তুলনামূলক খুব সহজেই এবং অল্প খরচে পিপিপি চালু করা সম্ভব। এ নমুনার পুনরাবৃত্তি করতে কারিগরি ইনস্টিটিউটগুলো যে যে পদক্ষেপ নিতে পারে সেগুলো হলো:

অংশীদারিত্বের চুক্তি করা

কারিগরি ইনস্টিটিউটগুলোকে সংশিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক কোম্পানির সাথে অংশীদারিত্বের চুক্তিতে আসতে হবে। এই অংশীদারিত্বের ভিত্তি হবে ইনস্টিটিটিউট ও কোম্পানির ভূমিকা ও দায়িত্ব ঠিক করা। চুক্তিতে অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যৌথ ব্যবহার; শিক্ষক; প্রশিক্ষণের সুবিধা; শিক্ষার্থীদের জন্যে সম্ভাব্য চাকুরি এবং ভ্রমণ ও সংযুক্তির মাধ্যমে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

পিপিপি থেকে যাদেরকে সুবিধা দিতে হবে

ক) ব্যবহারযোগ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেতে মেয়েরাসহ সকল শিক্ষার্থী বা সংশ্লিষ্ট কারিগরি প্রতিষ্ঠান; খ) স্থানীয় সুবিধা-বঞ্চিত মানুষ বিশেষ করে নারী, যাদেরকে এ ধরনের প্রশিক্ষণের পাঠক্রমের আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে, যা মূলত তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই প্রস্তুত করা হবে যাতে তারাও চাকুরির ব্যবস্থা করে নিতে পারে;
গ) সরকারি কারিগরি ইনস্টিটিউট, যাতে তারা ব্যবহারযোগ্য প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে বেসরকারি কোম্পানিগুলোর সাথে সম্পদ ভাগাভাগি করতে পারে; ঘ) বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অদক্ষ কর্মী, যাদেরকে কারিগরি ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষক দ্বারা প্রয়োজনের আলোকে ছোট কোর্স করানো যাবে।

অর্থনৈতিক বিষয়গুলো পরিষ্কার করা

চুক্তির অংশ হিসেবে প্রত্যেক অংশীদারের (অর্থাৎ ইনস্টিটিউট ও কোম্পানি) নিজ নিজ অংশের খরচের একটি অনুমিত হিসাব প্রদান করতে হবে। কাঁচামাল, যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ, জন-উপযোগমূলক সেবা, যন্ত্রের কর্মক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে।

সম্ভাব্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের সুফল সম্পর্কে জানানো

অংশীদারিত্ব থেকে সম্ভাব্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশীদাররা যে সুফলগুলো পাবেন সে সম্পর্কে তাদেরকে জানানোর চেষ্টা করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে কারিগরি ইনস্টিটিউটের দক্ষতা ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং যেসব শিক্ষার্থীরা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত দক্ষতাগুলো অর্জন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কোম্পানিগুলোকে সহায়তা করতে পারে তাদের সহায়তা নেওয়া।

কী করা প্রয়োজন

দক্ষতার মাত্রা বৃদ্ধি করতে ও ইনস্টিটিউট ও কোম্পানির মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে পিপিপি পদ্ধতিতে দারুণ সম্ভাবনা দেখা গেলেও সকল কারিগরি ইনস্টিটিউটে নমুনাটির প্রসার ঘটাতে হলে এখনও অনেকগুলো বাধার মোকাবেলা করতে হবে। এগুলো হলো:

কারিগরী শিক্ষা বিভাগের (DTE) উচিৎ হবে একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং যে পিপিপি নিয়ে তারা কাজ করছেন তাকে বড় করা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে জনশক্তি ও অর্থনৈতিক সহায়তার যোগান দেওয়া। পিপিপি-এর সাথে সম্পর্কিত কাজের জন্যে বিদ্যমান কর্মীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব প্রয়োজনের আলোকে পুনর্বিন্যাস করা উচিৎ।

সচেতনতা তৈরি ও উচ্চ পর্যায়ের ইভেন্ট ও ফোরামের মাধ্যমে পিপিপি-এর প্রসার ঘটানোর জন্যে কারিগরি ইনস্টিটিউট ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে সুফল পাচ্ছে, নজরদারি বিভাগকে তার হিসাব রাখতে ও প্রচার করতে হবে।

যেসব ইনস্টিটিউট কার্যকর পিপিপি তৈরি করতে পেরেছে তাদেরকে সরকারের অনুমোদিত বিধি মোতাবেক পুরস্কৃত করতে হবে। পুরস্কারের ধরন ফলাফল ভিত্তিক কর্মদক্ষতার আলোকেও হতে পারে।

ইনস্টিটিউট ও কোম্পানির জন্যে পিপিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা ও কার্যপ্রণালী তৈরি করতে হবে। অন্যান্য নির্দেশনার মধ্যে থাকবে পিপিপি নিয়ে আলোচনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সব কিছু, শিল্প-প্রতিষ্ঠান খুঁজে নেওয়ার ক্ষেত্রে মাপকাঠি, নজরদারি ও পদক্ষেপ-পরবর্তী কাজ, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির মান হ্রাসের প্রভাবের ক্ষতিপূরণ করতে অর্থনৈতিক সহায়তা ও চুক্তির আদর্শ ও সরল কাঠামো।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্তি ও ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলের সাথে বেশি বেশি সম্পর্ক গড়ার মাধ্যমে পিপিপি এর জন্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান থেকে আরও সহায়তা প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে: পিপিপি বাস্তবায়নে সহায়তা; দক্ষতার চাহিদা খুঁজে বের করা ও তার মান যাচাই; পাঠক্রম সংশোধনে ভূমিকা রাখা ও ইনস্টিটিউটের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা; গ্র্যাজুয়েটদের জন্য চাকুরির সুবিধা দেওয়া।

এর বাইরে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়মূলক আয়োজন থাকতে হবে। পিপিপির কৌশল, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্যে পেশাদার ব্যক্তি, ইনস্টিটিউট ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাছ থেকে মতামত পেতে কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন এবং নিয়মিতভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করলে খুব ভালো হয়।

পিপিপি থেকে গ্রাফিকস আর্ট ইনস্টিটিউট (GAI) এর শিক্ষার্থীদের সুফল

মুদ্রণের প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে ঢাকা গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউটের (GAI) মুদ্রণ কোর্সে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদেরকে অনেকগুলো নিয়মিত ব্যবহারিক ক্লাসে অংশ নিতে হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো, প্রক্রিয়াটি বোঝা ও মান নিশ্চিত করার জন্যে মুদ্রণ, মুদ্রণ প্লেট তৈরি ও প্রিন্ট রানিং এর কাজ করা।

তবে পুরো মুদ্রণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যে যে দামী কাঁচামাল প্রয়োজন তা কেনার মতো যথেষ্ট অর্থনৈতিক যোগান GAI-এর নেই। বেসরকারি কোম্পানি শামুতশুক প্রিন্টার্স লিমিটেড (SPL) এর সাথে জড়িত হওয়ার উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালে B-SEP প্রকল্প থেকে GAI প্রতিষ্ঠানে একটি পরীক্ষা চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষ পিপিপি বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারকে প্রবেশ করে। এতে বলা হয়, SPL কাঁচামাল, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ভ্রমণ ও সংযুক্তি, শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিষয়ক দক্ষতা ও চাকুরির সুযোগ প্রদান করে GAI-কে সহায়তা দেবে।

অন্যদিকে GAI প্রদান করবে শিক্ষক, প্রশিক্ষণের সুবিধা, যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও জন-উপযোগ। বর্তমানে শামুতশুক -এর কাজের প্রক্রিয়ার একটি অংশ জিআইএ-এর মধ্যে পরিচালনা করতে পারে যাতে শিক্ষার্থীরা চাকুরি পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মৌলিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এই পারস্পরিক সহযোগিতার ফসল হিসেবে নয়জন গ্র্যাজুয়েট বর্তমানে শামুতশুক প্রিন্টার্স প্রতিষ্ঠানে ফুল-টাইম চাকুরি করছেন।

ILO Country Office for Bangladesh
Block-F, Plot 17/B&C, Sher-E-Bangla Nagar
Administrative Zone, Agargaon, Dhaka-1207, Bangladesh

Tel: + 880 2 55045009
IP Phone: 880 9678777457
Fax: + 880 2 55045010

Web: ilo.org/bangladesh
Facebook: @ilobangladesh
Twitter: @ilobangladesh

Copyright© International Labor Organization 2018